দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... NOV. 09 199..
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ৪......

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রসঙ্গে

দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ। এখানে অনার্স, মাস্টার্স পর্যায়ে প্রায় ৩৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। এতবড় বিদ্যাপীঠ অবস্থিত সকলের পরিচিত স্থান সদরঘাট এলাকায়। সদরঘাট যাইতে যেমন যানজট তেমনি আসিতেও যানজট। বিশেষ করিয়া গুলিস্তান হইতে কলেজে আসা-যাওয়ার সময় লাগে দুই ঘন্টার বেশী। আরো অনেক সমস্যা আছে। তন্মধ্যে গুলিস্তান হইতে কলেজ ক্যাম্পাসে যাইতে এবং কলেজ ক্যাম্পাস হইতে গুলিস্তান পর্যন্ত যাইতে রিকশা অথবা অন্যকোন যানবাহনে যাইতে হয়। যাহা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অথচ এতো ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে মাত্র ৩টি বাস আছে। অনেকেই বাসগুলি দেখেন না। এই কলেজে কোন ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা নাই। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের অন্য কাহারও বাসায় অথবা মেসে থাকিতে হয়। যাহা অধিকতর ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য। এতো কষ্টের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার কোন পরিবেশ পায় না। কলেজেও নিয়মিত ক্লাস করিতে পারে না। তাই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাইভেট পড়িতে হয় এবং অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাহাও পারে না। দরিদ্র পরিবারের অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখানে ভর্তি হইয়া লেখাপড়া কিছুদূর করিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। বিগত সরকার এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু এখনও ইহার কোন কার্যক্রম শুরু হয় নাই। বর্তমান সরকার ১০/১২টি বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পনা নিয়াছে। অতএব, উক্ত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপরোল্লিখিত সমস্যাবলী সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেছি।

মোস্তফা,
গণিত বিভাগ,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সংস্কারের কথা শোনা গিয়াছিল। কিন্তু তাহা আর চোখে পরে নাই। এমতাবস্থায়, যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তাটি সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ সফিকুল ইসলাম আলমগীর,
ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী।

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি এবং আমার বিস্ময়

বর্তমানে পৃথিবী যেমন ছোট হইয়া আসিতেছে, তেমনি বাড়িতেছে প্রতিযোগিতা। গত ৯ই অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে গণ বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন,আমি স্বল্পবিত্ত পরিবারের একজন ছেলে তাই গণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে আকৃষ্ট হই। মনে আশা জাগে, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ না পাইলে এখানে অন্তত পড়া যাইবে। কিন্তু প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে পড়িলে, যে খরচ, তাহার সহিত তুলনা করিলে এখানে একটু বেশিই। আর খরচ যদি এত বেশিই হইবে, তবে উচ্চবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত ভাগ করিয়া কী লাভ? আমার মত যাহারা মনের গভীরে এমবিবিএস পড়ার আকাঙ্ক্ষা লালন করে, তাহাদের আশা আর পূরণ হইবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নাকি স্বল্পবিত্ত পরিবারের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা। কিন্তু ভর্তি প্রার্থীদের চিকিৎসা খরচ ৫০% এবং অ্যাম্বুলেন্স বুকিং খরচ ১০০% দিতে হইবে। ইহা কি স্বল্পবিত্তদের সহিত একপ্রকার রসিকতা নয়?

এইচ,এম, তারেক,
৭৪৭, পশ্চিম ইব্রাহিমপুর,
ঢাকা, ১২০৬।

সমস্যা জর্জরিত সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এখানে ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষক অপ্রতুল। ইলেকট্রনিক্স বিভাগ চালু হওয়ায় শিক্ষকদের ওপর চাপ বাড়িয়া গিয়াছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে যথাযথ পাঠদানে বিঘ্ন ঘটিতেছে। ইনস্টিটিউট লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই নাই। ফলে চার-পাঁচ জনের একটি গ্রুপ করিয়া লাইব্রেরী হইতে বই সংগ্রহ করিতে হয়। শ্রেণীকক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা থাকা সত্ত্বেও সেগুলি অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে। ফলে গরমে চরম দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ নাই। চেয়ার নাই। এজন্য দুই-তিনটি বিভাগের একত্রে ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেক ছাত্রকে ক্লাসে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ছাত্ররাও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। ছাত্রাবাসে অধিকাংশ সময় পানি থাকে না। অনেকদিন যাবৎ ডাইনিং বন্ধ। এদিকে বাথরুম, টয়লেট ও ছাত্রাবাস সংলগ্ন ড্রেন অপরিষ্কার থাকায় দুর্গন্ধে টেকা দায়। এই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কাকে বাড়াইয়া দিয়াছে। এমতাবস্থায়, সুষ্ঠু লেখাপড়ার স্বার্থে অত্র পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও উহার ছাত্রাবাসের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ আলমগীর হোসেন,
বিদ্যুৎ প্রকৌশল বিভাগ,
সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট,
সিলেট।